পুরুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

খুতবা জুমআ

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.)

১৯শে মে, ২০১৭

বই এর নাম:	**পুরুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ**
লেখক:	খুতবা জুমআ, হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.)
প্রথম সংস্করণ (ভারত):	২০১৭
সংখ্যা:	১০০০
মুদ্রণে:	ফজলে ওমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান
প্রকাশনায়:	নাজারত নশর-ও-ইশায়াত কাদিয়ান-১৪৩৫১৬, ডি: গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব, ভারত
Name of the Book:	**Purushder jonno Guruttopurna Upodesh (Mardon ko aham zareen Nasae)**
Written by:	Hadhrat Khalifatul Masih Khamis aba (Translated from Urdu to Bengali)
First edition :	2017 (India)
Quantity:	1000
Printed at:	Fazl-e-Umar Printing Press Qadian
Published by:	Nazarat Nashr-o-Isha'at Qadian- 143516 Dist: Gurdaspur, Punjab, India

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ইসলামের শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। আমাদের প্রত্যেকেই যদি সেই দিক নির্দেশনা মেনে চলে, তবে এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে

পরিবারের প্রধান হিসেবে যেখানে পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে, সেখানে একজন স্বামী, পিতা এবং সন্তান হিসেবেও পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে । প্রতিটি পুরুষ যদি নিজের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তা পালনে সচেষ্ট হয়, তবে এটি সমাজের বৃহত্তর শান্তি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে যায়। এ বিষয়গুলোই সন্তানের তরবিয়তের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং শান্তি ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বংশকে বিস্তার দান করে। এ সব বিষয়ের মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

(কোরআন মজীদ, হাদীস নববী এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণনা ও কার্যাবলীর আলোকে পুরুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ)

খুতবা জুমআ, সৈয়দনা আমীরুল মোমেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) কর্তৃক ১৯শে মে, ২০১৭ অনুযায়ী ১৯ হিজরত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী বায়তুল ফুতুহ মসজীদে প্রদত্ত।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ ইসলামের শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেয়। আমাদের প্রত্যেকেই যদি সেই দিক নির্দেশনা মেনে চলে, তবে এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। আজকে অমুসলিম বিশ্ব ইসলাম ও মুসলমানদের আমল বা কর্ম সম্পর্কে আপত্তি করে, কিন্তু যদি ইসলামী শিক্ষাকে সঠিকভাবে মেনে চলা হত তবে আপত্তি করার পরিবর্তে এরা মুসলমানদের ব্যবহারিক আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের অনুরাগী হয়ে উঠত। কুরআন শরীফে অনেক আদেশ নিষেধ রয়েছে এবং শিক্ষা রয়েছে। এ সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা এক জায়গায়, এক বাক্যে এভাবে একত্র করেছেন- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (আল আহযাব:২২) অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর মহানবী (সা.)-এর জীবন- পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে সামাজিক সম্পর্কের গণ্ডি পর্যন্ত- আগা গোড়াই কুরআনী শিক্ষার

উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী খোদার এ নির্দেশ পাঠ করে এবং অনেক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখে ঠিকই, কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে বা ব্যবহারিক জীবনে এটিকে উপেক্ষা করা হয়। অতএব, প্রকৃত সাফল্য তখন অর্জিত হতে পারে যখন আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এই আদর্শ সামনে রাখব। অনেক সময় মানুষ বড় বড় বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করে কিন্তু বাহ্যত: গৌণ বিষয়গুলিকে এমন ভাবে উপেক্ষা করা হয়, যেন সেগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। অথচ মহানবী (সা.) তাঁর উক্তি এবং কর্ম বা আমলে এ সব কথার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

অতএব, আমাদের জীবনকে আমরা যদি শান্তির নীড়ে পরিণত করতে চাই, যদি খোদার কৃপাভাজন হতে চাই, তাহলে এ সব নৈতিক আদর্শকে জীবনের অংশ করতে হবে, যা আমাদের নেতা ও মান্যবর হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ এ বিষয়গুলোকে সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এখন আমি এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকায় পুরুষদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী সম্পর্কে কিছু বলব। পরিবারের প্রধান হিসেবে যেখানে পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে, সেখানে একজন স্বামী, পিতা এবং সন্তান হিসেবেও পুরুষের দায়িত্ব রয়েছে। প্রতিটি পুরুষ যদি নিজের এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় এবং তা পালনে

সচেষ্ট হয়, তবে এটি সমাজের বৃহত্তর শান্তি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়ে যায়। এ বিষয়গুলোই সন্তানের তরবিয়তের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় এবং শান্তি ও মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বংশকে বিস্তার দান করে। এ সব বিষয়ের মাধ্যমেই পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

অনেক পরিবারের পক্ষ থেকে এই মর্মে অভিযোগ সামনে আসে যে, পুরুষ নিজেকে বাড়ির কর্তা মনে করে। সে মনে করে আমি গৃহকর্তা, তাই সব কর্তৃত্ব আমার। স্ত্রীর সে সম্মান করে না, তার বৈধ অধিকারও দেয় না, সন্তানের তরবয়িত বা শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বও পালন করে না, নামসর্বস্ব কর্তা সে। এমনকি ভারত ও পাকিস্তানের কোন কোন মহিলার পক্ষ থেকে এমন অভিযোগও আসে যে, স্বামীরা স্ত্রীদেরকে এমনভাবে প্রহার করেছে যে, সারা শরীরে দাগ পড়ে গেছে বা মুখ ফুলিয়ে দিয়েছে। অনেকে এ সব দেশে বসবাস করেও এমন কুকীর্তি করে বেড়ায়। আর এছাড়া সন্তান-সন্ততির সাথে এমন আচরণ করে, যা অত্যাচারের গণ্ডিতে পড়ে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার পরও যদি অজ্ঞদের মতই জীবন যাপন করতে হয়, সে সব মুসলমানের মত জীবন কাটাতে হয়, যারা ধর্মের কোন জ্ঞানই রাখে না, স্ত্রী-সন্তানের সাথে যদি তেমনই ব্যবহার করে, যেমনটি অজ্ঞরা করে থাকে, তাহলে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের অঙ্গীকার করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার কোন অর্থ নেই।

খোদার প্রাপ্য প্রদান এবং নিজের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পুরুষের উপর যে বর্তায় সে দায়িত্ব কি পুরুষ পালন করছে? যদি দায়িত্ব পালন করে থাকে, তাহলে তাদের ঘরে কখনো এভাবে যুলুম ও অত্যাচার হওয়া সম্ভবই নয়।

রসূলে করীম (সা.) পরিবারের কর্তা হিসেবে সর্বপ্রথম একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে স্ত্রী-সন্তানের কাছে স্পষ্ট করে একত্ববাদের উপর আমল করিয়েছেন। কিন্তু তা ছিল প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে । কোন বাহুবলে নয় বা শক্তি প্রয়োগ করে নয়। মহানবী (সা.) ঘরের কর্তা হিসেবে আর পৃথিবীর সংশোধন ও শরিয়ত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও বাড়ির সব লোকদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেছেন।

তিনি প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার মাধ্যমে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঘরের কর্তা বা প্রধান হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি ছিল প্রথমে তিনি (সা.) এই সচেতনতা সৃষ্টি করেছেন যে- তোমাদের দায়িত্ব হল, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও খোদার ইবাদত। হযরত আয়শা (রা.) এ প্রেক্ষাপটে বলেন, রসূলে করীম (সা.) রাতে নফল ও তাহাজ্জুদ নামায পড়ার জন্য ঘুম থেকে উঠতেন আর ভোরের নামাযের কিছুক্ষণ পূর্বে পানির ছিটা দিয়ে আমাদেরকে নামায পড়তে অর্থাৎ খোদার অধিকার প্রদানের জন্য জাগাতেন। আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রাপ্য প্রদান কর, যা আল্লাহ্র প্রাপ্য বা অধিকার। (বুখারী, কিতাবুল বিতর)

এরপর পরিবারের সদস্যদের প্রাপ্য অধিকার তিনি (সা.) কিভাবে প্রদান করতেন- তা দেখুন। যে সব কাজ করা স্ত্রীদের দায়িত্ব ছিল, সে ক্ষেত্রেও তিনি তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যতক্ষণ ঘরে থাকতেন, ঘরের লোকদের সাহায্য ও সেবায় রত থাকতেন। নামাযের আহ্বান এলে তিনি মসজিদে চলে যেতেন। (বুখারী, কিতাবুল আযান)

এটি হল, সেই উত্তম আদর্শ, যা আমাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে এবং করা উচিত। এমনটি না করে, স্ত্রীদের সাথে সেই ব্যবহার করা উচিত নয়, যা নিপীড়ন ও নির্যাতন বলে গণ্য হতে পারে।

তাঁর পারিবারিক কাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন- মহানবী (সা.) নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, জুতা সেলাই করতেন এবং ঘরের বালতি ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিস মেরামত করতেন। (উমদাতুল ক্বারী, শারাহ সহী বুখারী, কিতাবুল মোয়কিতুস সালাত)

অতএব, এ সব আদর্শ সামনে রেখে অনেক স্বামীর আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত আর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যে, তারা কি ঘরে এমন ব্যবহার করছে? ঘরে কি তাদের আচরণ এমনই?

সাহাবাদেরকে স্বামী হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একবার রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, (এ হাদীসটি হযরত

আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে।) রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, মু'মিনদের মাঝে পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট ঈমান তার, যার চরিত্র ভালো। তোমাদের মাঝে সবচেয়ে চরিত্রবান সে, যে নিজের স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।

(সুনান তিরমিযী, আবওয়াবুর রিযা)

- অতএব, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যার স্ত্রীদের সাথে আচরণ ভালো নয়, এমন মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, উন্নত চরিত্র এবং স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কেবল বাহ্যিকভাবে ভালো ব্যবহার নয়, বরং উন্নত ঈমানেরও পরিচায়ক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বামীদের দায়িত্ব ও স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেন, অশ্লীলতা ছাড়া মহিলাদের সকল প্রকার বক্রতা এবং তিক্ততা সহ্য করা উচিত। পুরুষ হয়ে মহিলার সাথে যুদ্ধ করা আমার কাছে চরম নির্লজ্জতার বিষয় বলে মনে হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পুরুষ বানিয়েছেন আর এটি আমাদের জন্য তিনি নেয়ামতের পূর্ণতা হিসেবে দিয়েছেন। আসলে এর জন্য কৃতজ্ঞতার ভাষা হল, মহিলাদের সাথে কোমল ও নম্র আচরণ করা।

একবার এক বন্ধুর অনমনীয় স্বভাব ও দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, তিনি স্ত্রীর সাথে অনমনীয় আচরণ করেন। হুযূর (আ.) এ কথা শুনে খুবই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বন্ধুদের এমন হওয়া উচিত নয়। যিনি এটি লিখেছেন, তিনি বলেন, হুযূর (আ.)

এরপর দীর্ঘ সময় যাবৎ মহিলাদের সাথে আচার-আচরণ ও পারিবারিক জীবন যাপনের রীতি সম্পর্কে নসীহত করেন। শেষের দিকে বলেন, আমি একবার আমার স্ত্রীর সাথে উচ্চকণ্ঠে কোন কথা বলেছিলাম এবং আমি অনুভব করেছিলাম যে, সেই উঁচু আওয়াজের সাথে মিশ্রিত ছিল হৃদয়ের কোন বেদনা বা অভিযোগ। তা সত্ত্বেও মুখ থেকে কোন মর্মপীড়াদায়ক কঠোর শব্দ বের করি নি। কিন্তু তবুও আমি এরপর অনেক ইস্তেগফার করা অব্যাহত রাখি, বিগলিত চিত্তে নফল পড়ি এবং কিছু সদকাও দিই এই কারণে যে স্ত্রীর সাথে এই কঠোরতা হয়তো অভ্যন্তরীণ কোন পাপেরই ফসল হবে।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১-২)

এরূপ হল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম আদর্শ। আর কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীর সাথে কঠোর ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে তিনি (আ.) গভীর বেদনা ও দুঃশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন আর বলেছেন যে, যারা স্ত্রীদের সাথে সামান্য কারণে ঝগড়া-বিবাদ করে,মারধর করে, তাদের কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান খাটানো উচিত। হাত উঠানো তো সামান্য বিষয়, এরা তো স্ত্রীদের প্রহার করে আহত করে ফেলে। এদের বিষয়টি সত্যিই উদ্বেগজনক। মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে এদের ঈমান অসম্পূর্ণ। নিজেদের ঈমান সম্পর্কে এদের ভেবে দেখা উচিত। মহানবী (সা.)-এর এই উক্তির কারণেই মসীহ্ মওউদ (আ.)ও চিন্তিত হন এই কারণে যে যার ঈমান সেই উন্নত মানে নেই, সে এমন অনেক স্থানে হোঁচোট খেতে পারে। আমি যেভাবে বলেছি যে, এগুলো বাহ্যত: সামান্য বিষয় কিন্তু বস্তুত: তা

সামান্য বা তুচ্ছ নয়। এ সব (অর্থাৎ ইংল্যান্ডে (অনুবাদক) দেশে মামলা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায় আর জামা'তের সুনাম হানি হয়। এমন মানুষ জাগতিক শাস্তিও পায় আর খোদার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধকেও আমন্ত্রণ জানায়।

কোনও কোনও পুরুষ দাবি করে যে, মহিলার মাঝে অমুক অমুক দোষ রয়েছে, এ কারণে সে কঠোর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পুরুষদের প্রথমে নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখা উচিত যে, তারা প্রকৃত অর্থেই ধর্মীয় মান অনুসারে জীবন যাপন করছে কি-না?এমন পুরুষদের নসীহত করেতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পুরুষ যদি পুণ্যবান ও পাক-পবিত্র না হয়, তবে স্ত্রী কিভাবে পূণ্যবতী হতে পারে? (প্রথম শর্ত হল, পুরুষকে পুণ্যবান হতে হবে, তাহলে তার স্ত্রীও পুণ্যবতী হবে।) হ্যাঁ! পুরুষ নিজেই যদি পুণ্যবান হয়, তাহলে মহিলাও পুণ্যবতী হতে পারে। বক্তৃতার মাধ্যমে নসীহত করা উচিত নয়, বরং কর্ম ও আমলের মাধ্যমে নসীহত করলে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। শুধু কথার মাধ্যমে নসীহত করবে না, বকাঝকা করবে না বরং নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ কর যে, তোমরা পুণ্যবান আর তোমাদের প্রতিটি কর্ম যেন খোদার নির্দেশ সম্মত হয়। কর্ম দ্বারা যে নসীহত করা হয় তার প্রভাব ভালো হয়। মহিলার কথা তো পরে আসবে, এমন কে আছে যে শুধু বক্তৃতা শুনে কথা মানে, যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মশক্তি সাথে না থাকে। পুরুষের ভিতর যদি কোন বক্রতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তবে তা সব সময় মহিলার দৃষ্টিতে থাকবে।"..... যে ব্যক্তি

স্বয়ং খোদাকে ভয় করে না, মহিলা কিভাবে তাকে ভয় করবে? না এমন মৌলভীদের বক্তৃতার কোন প্রভাব পড়ে, না এমন স্বামীদের কথায়। সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারিক আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে। স্বামী যখন রাতের বেলা উঠে দোয়া করবে ও কাঁদবে মহিলা তা দু-একদিন দেখবে, অবশেষে একদিন সেও চিন্তা করবে আর অবশ্যই সে প্রভাবিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, মহিলাদের ভিতর প্রভাব গ্রহণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে..... তাদের সংশোধনের জন্য কোন মাদ্রাসা বা স্কুলের প্রয়োজন নেই।" (অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই) যতটা স্বামীর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। (সংশোধন যদি করতে হয়, তবে স্বামীর আত্মসংশোধন করা উচিত, ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত, তাহলে স্ত্রীদের সংশোধন হয়ে যাবে।) তিনি (আ.) বলেন- "আল্লাহ্ তা'লা নর-নারী উভয়কে এক সত্তা আখ্যায়িত করেছেন। পুরুষদের পক্ষ থেকে মহিলাদেরকে তাদের দোষ ধরার সুযোগ দেওয়া অন্যায়। তাদের মহিলাদেরকে এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, যার কারণে তারা হয়তো বলতে পারে যে, পুরুষ অমুক অপকর্ম করে। (কখনো এমন সুযোগ দেওয়া উচিত নয় যে, স্ত্রী বলবে যে, তোমার মাঝে এই দোষ আছে, তুমি এই পাপ কর। অতএব, মানুষের এতটা পবিত্র হওয়া উচিত যে, মহিলারা পাপ খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও তারা যেন কোন পাপ খুঁজে না পায়। ঠিক তখনই ধার্মীকতার কথা মাথায় আসে।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৭-২০৮)

যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, অনুসন্ধান করেও পুরুষের ভিতর কোন পাপ খুঁজে না পায়, তাহলে এমন মহিলা ধার্মিক না হলেও ধর্মের প্রতি তার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। এখানে আমি দেখেছি যে, মহিলারা বেশি ধার্মিক। মহিলারাই প্রায় সময় অভিযোগ করে যে, আমাদের স্বামীর ধর্মের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে তাদের কাছে তিনি একদিকে এই প্রত্যাশা করছেন অপর দিকে আমরা দেখি, অনেক পুরুষ এমন আছে, যেভাবে আমি বলেছি, তাদের সম্পর্কে তাদের স্ত্রীরা অভিযোগ করে লিখে পাঠায় যে, তাদের পুরুষ নামাযে অলস, বা-জামা'ত নামায তো পড়েই না, ঘরেও নামায পড়ে না। ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষরা দুর্বল। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবারের পুরুষরা দুর্বল, টেলিভিশনে আজেবাজে ও রুচি বহির্ভূত অনুষ্ঠান দেখা সংক্রান্ত অভিযোগ পুরুষদের বিরুদ্ধে রয়েছে বা সন্তান-সন্ততির তরবিয়তের ক্ষেত্রে মনোযোগের অভাবের অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো ঘরের কর্তা যদিও পিতা সাজার চেষ্টা করে কিন্তু বকাঝকা, মারপিট ও প্রহার করেই দায় সেরে নেয়। অনেক ঘরের মহিলারা পুরুষের কাছে শেখার পরিবর্তে মহিলারা পুরুষদেরকে শেখাচ্ছে বলে মনে হয় বা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেন তাদের সন্তানরা নষ্ট না হয়। যে সব ঘরের সন্তানরা তরবিয়তহীনতায় ভুগে সেখানে সচরাচর কারণ হল- পুরুষের

মনোযোগের অভাব বা স্ত্রী-সন্তানদের উপর অনর্থক কঠোরতা। অনেক ছেলেমেয়ে আমার কাছে এসেও অভিযোগ করে যে, আমাদের সাথে বা আমাদের মায়ের সাথে আমাদের পিতার আচার-ব্যবহার ভালো নয়।

অতএব, ঘরকে যদি শান্তিপূর্ণ করতে হয়, ভবিষ্যত প্রজন্মকে যদি সুশিক্ষা দিতে হয় এবং তাদেরকে যদি ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখতে হয়, তাহলে পুরুষদের নিজেদের অবস্থার প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ) পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "পুরুষ ঘরের ইমাম বা নেতা হয়ে থাকে। অতএব, তারাই যদি ঘরের পরিবেশে মন্দ প্রভাব ফেলে, তাহলে কত বিশাল মন্দ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। (তার কর্মের কারণে মন্দ প্রভাব পড়ার দরুণ ভবিষ্যত প্রজন্মের উপরও নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে।) পুরুষের উচিত, নিজের শক্তিবৃত্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উপযুক্ত কাজে ও বৈধ স্থানে ব্যবহার করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রোধশক্তি। এটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে। (ক্রোধ ও রাগ মানব প্রকৃতির অংশ বিশেষ, কিন্তু সেটি সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা উন্মাদনার পূর্ব লক্ষণ হয়ে থাকে।) তিনি (আ.) বলেন, উন্মাদনা এবং রাগের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্পই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশীভূত হয়, তার নিকট থেকে প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। কেউ বিরোধী হলেও তার সাথে ক্রোধের বশে কথা বলা উচিত নয়।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৮) আপনজন বা ঘরের

লোকজন তো দূরের কথা বিরোধীদের সাথেও রাগের বশবর্তী হয়ে কথা বলা উচিত নয়। অতএব, ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সামনে ক্রোধ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এই মান বজায় রাখতে হবে। ক্রোধ প্রদর্শনের তো প্রশ্নই উঠে না। কেউ যদি বিরোধী হয়, তার সাথেও বিবেকশূন্য এবং রাগের বশবর্তী হয়ে কথা বলা উচিত নয়। বিরোধীদের যুক্তি খণ্ডণ করতে গিয়ে মু'মিনের মুখ থেকে নোংরা এবং উত্তেজনাপূর্ণ শব্দ বের হওয়া উচিত নয়।

আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি, পাকিস্তান ও ভারত থেকে মহিলারা স্বামীদের যুলুম সংক্রান্ত অভিযোগ লিখে পাঠিয়ে থাকে। কাদিয়ান এবং পাকিস্তান উভয় স্থানেই ইসলাহ ও এরশাদ এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলোর এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও তরবিয়ত বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানমালার প্রতি বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আপনারা তবলীগ করছেন, ধর্মীয় বিষয়াদি শিখছেন, কিন্তু পরিবারে যদি অশান্তি বিরাজ করে, তবে এ সব জ্ঞান ও তবলীগে কোন লাভ নেই।

মহিলাদের মনস্তত্ত্ব এবং পুরুষদেরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তারা দেখে থাকে, এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "পুরুষের সমস্ত দিক এবং গুণাবলী মহিলারা বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখে। মহিলারা দেখেন যে, তার স্বামীর মাঝে তাকওয়ার অমুক অমুক গুণাবলী রয়েছে, যেমন- উদারতা, সহনশীলতা ও বিনম্রতা। একজন মহিলা যাচাই করার যেভাবে সুযোগ পায় অন্য কেউ তা পায়না। (কারণ ঘরে সে দেখে স্বামীকে।)

তাই মহিলাদেরকে চোর বা চুর্নিও বলা হয়। কেননা, গোপনে স্বামীর চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলী সে চুরি করতে থাকে এবং অবশেষে একসময় সে পুরো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ফেলে। এক ব্যক্তির ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। সে একবার ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তার স্ত্রীও খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। প্রথমে মদ ইত্যাদি পান করা আরম্ভ করে এরপর পর্দাও ছেড়ে দেয়। পর-পুরুষের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করে তার স্ত্রী। স্বামী পুনরায় ইসলামের দিকে ফিরে আসে। (কিছুকাল পরে স্বামী ভাবলো যে, আমি ভুল করেছি ইসলাম ত্যাগ করে। পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে) স্ত্রীকেও বলে তুমিও আমার সাথে এখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। সে বলে যে- আমার জন্য এখন মুসলমান হওয়া কঠিন। মদ ও অন্যান্য বদাভ্যাস আর লাগামহীন স্বাধীনতার যে অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে এগুলো ছাড়া সম্ভব নয়।”

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৮-২০৯ থেকে সংকলিত)

পুরুষের ইসলাম ত্যাগ করা এবং খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করা একটি চরম পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত। কিন্তু অনেক পুরুষ এমনও আছে, যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে না, নামসর্বস্ব ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। মুসলমান বলেই নিজেকে পরিচয় দেয়, কিন্তু স্বাধীনতার নামে অনেক অনুচিত এবং অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাদের অনুসরণে বা পুরুষের কথা অনুসারে নারীরাও স্বাধীনতার নামে সেই সমাজে গা ভাসিয়ে দেয়। কিছুকাল পর পুরুষের বোধোদয় হয় যে, তার স্ত্রী অতিরিক্ত স্বাধীন হয়ে গেছে। সেই

স্বাধীনতা থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হলে শুরু হয়ে যায় ঝগড়া-বিবাদ এবং মারধরও আরম্ভ হয়ে যায়। এখানেও এমন ঘটনাবলী ঘটে। আর আমি যেভাবে বলেছি, এই সব দেশে (ইউরোপে- অনুবাদক) তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। মহিলা এবং শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হস্তক্ষেপ করে। তখন পরিবার ভেঙ্গে যায়, সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব পরিবারের ভাঙ্গন এবং সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট হওয়ার পূর্বেই এমন পুরুষদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যা সন্তান-সন্ততির প্রেক্ষাপটে ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম তাদের জন্য নির্ধারণ করেছে।

নারীদের অধিকার এবং তাদের সাথে কেমন আচরণ হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- “ ইসলাম যেভাবে নারীদের অধিকার রক্ষা করেছে, অন্য ধর্ম আদৌ তেমনটি করেনি। সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলেছে যে, “ওয়ালাহুন্না মাসালুল্লাযি আলাইহিন্না” (আল-বাকারা: ২২৯) যেভাবে পুরুষদের নারীদের উপর অধিকার একইভাবে নারীদেরও পুরুষদের কাছে প্রাপ্য রয়েছে। কিছু মানুষ সম্পর্কে শোনা যায় যে তারা এই অসহায় নারীদেরকে পায়ের জুতো বলে মনে করে। সব ঘৃণ্য কাজ তাদের দ্বারা করায়। গাল দেয় এবং তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। পর্দার নির্দেশ এমন অন্যায়ভাবে তাদের উপর চাপায় যে, যেন তাদেরকে জীবন্ত কবরস্থ করা হচ্ছে।” অর্থাৎ এমন কঠোরভাবে, বিশেষ করে হাত ও মুখমণ্ডলের পর্দার অনুশীলন করায় যে, নি:শ্বাস

প্রশ্বাস নেওয়াই কঠিন হয়ে যায়। এতটা কঠোর হওয়া উচিত নয়। ইসলাম খুবই ভারসাম্যপূর্ণ একটি ধর্ম। অপর দিকে মহিলাদেরকেও ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। পর্দার শিথিলতার নামে সীমাতিরিক্ত স্বাধীনতা ভোগ করতে যাবেন না। এটিও দেখা গেছে যে, অনেকেই সীমাহীন স্বাধীনতা ভোগ করা আরম্ভ করেছে। নামমাত্র পর্দা রয়ে গেছে তাদের জীবনে। এটিও একটি ভ্রান্ত রীতি। তাই মহিলাদেরকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, মাথা এবং দেহ লজ্জাবোধের দাবির নিরীখে ঢাকা আবশ্যক, এটি খোদার নির্দেশ। এই বিষয়ে সচেতন হওয়া উচিত।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মান কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-"স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের সম্পর্ক তেমনই হওয়া বাঞ্ছণীয় যেভাবে দু'জন প্রকৃত ও সত্যিকার বন্ধুর সম্পর্ক হয়ে থাকে। পুরুষদের উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের প্রথম সাক্ষী তো মহিলারাই হয়ে থাকে। যদি তাদের সাথেই এদের সম্পর্ক ভাল না হয় তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সাথে মীমাংসা হবে। (ঘরেই যদি সম্পর্ক ভাল না থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র সাথে মীমাংসা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করাও কঠিন।) তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'খায়রুকুম খায়রুকুম লে আহলিহী'। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে নিজের স্ত্রীর জন্য উত্তম।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড-, পৃষ্ঠা:৪১৭-৪১৮) অতএব এই হল সেই মানদণ্ড যা প্রত্যেক পুরুষের অবলম্বন করা উচিত।

এরপর পিতা হিসেবে পুরুষদের যে দায়িত্ব বর্তায় সেটিও বুঝতে হবে। এ কথা মনে করবেন না যে সন্তানদের সুশিক্ষার দায়িত্ব শুধু মায়েদের । এতে সন্দেহ নেই যে, আরো অন্য একটি পরিস্থিতি রয়েছে। এক্ষেত্রে পিতাও মুসলমান। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, হুযূর পিতা-মাতার খেদমত ও তাদের আনুগত্য আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য আবশ্যক করেছেন কিন্তু আমার পিতা-মাতা হুযূরের হাতে বয়আত করার কারণে আমার প্রতি যারপরনাই ক্ষুণ্ন। আমার মুখ দেখাও তাঁরা পছন্দ করেন না। আমি যখন হুযূরের হাতে বয়আতের জন্য আসতে যাচ্ছিলাম, তাঁরা বলেন যে- আমাদের সাথে কোন যোগাযোগ রেখ না, তোমার মুখও দেখতে চাই না। এই খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করতে পারি? আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, পিতা-মাতার খেদমত কর অথচ তাঁরা আমার চেহারাও দেখতে চায় না, সম্পর্কও রাখতে চায় না। এই দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করব? তিনি (আ.) বলেন যে, কুরআন যেখানে পিতা-মাতার আনুগত্য করার এবং তাদের খেদমতের নির্দেশ দিয়েছে সেখানে এই কথাও বলে যে, رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا আল্লাহ্ তা'লা খুব ভালোভাবে জানেন তোমাদের হৃদয়ে যা আছে। যদি তোমরা পুণ্যবান হও তাহলে যারা তাঁর কাছে বিনত হয় তিনি তাদের জন্য গফুর বা অতীব ক্ষমাশীল। সাহাবা রিজওয়ানুল আলাইহিমও এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার কারণে পিতা-মাতার সাথে তাদের মতভেদ

হয়েছে। যাহোক, নিজের পক্ষ থেকে তাদের দেখাশোনার জন্যও খেদমতের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাক। যখনই কোন সুযোগ পাও খেদমতের সুযোগ হাত ছাড়া কর না। নিয়তের পুণ্য তুমি পাবে। শুধু ধর্মীয় কারণে খোদার সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে যদি পিতা-মাতাকে ত্যাগ করতে হয় তাহলে এটি একটি বাধ্যবাধকতা। পুণ্য সামনে রাখ, নিয়তের স্বচ্ছতা দৃষ্টিতে রাখ আর তাদের জন্য দোয়া কর। এই বিষয়টি আজকের জন্য নতুন কোন বিষয় নয়। হযরত ইব্রাহীমী (আ.)-এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যাহোক, সর্বোপরি রয়েছে খোদার অধিকার তাই খোদা তা'লাকে অগ্রাধিকার প্রদান কর। নিজের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রাপ্য প্রদানের চেষ্টায় রত থাক। তাদের পক্ষে দোয়া অব্যাহত রাখ এবং সংকল্পের দৃঢ়তার উপর দৃষ্টি রাখ। নিয়ত সঠিক হওয়া উচিত।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩০-১৩১)

বর্তমান যুগেও অনেকেই এই যে প্রশ্ন করে যে, পিতা-মাতার প্রতিও কিছু করণীয় আছে, এই দায়িত্ব কিভাবে পালন করব? তাদের জন্য এই উত্তর যথেষ্ট হওয়া উচিত।

যাহোক, একজন পুরুষের বিভিন্ন ভূমিকায় যে দায়িত্বাবলী বর্তায় সেগুলো পালনের চেষ্টা করা উচিত। পরিবারকে এমন এক নমুনা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পরিবেশ সব সময় বজায় থাকে। একজন পুরুষের একাধিক ভূমিকা আছে, সে যেমন একজন স্বামী তেমনি আবার পিতা ও পুত্রও বটে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া

উচিত। পুরুষের আরও অন্যান্য ভূমিকা রয়েছে, আমি শুধু তিনটির কথা উল্লেখ করলাম। পরিবারের ন্যায় মৌলিক ক্ষেত্রটিতে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেটিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে একমাত্র তখনই সামাজিক শান্তির নিশ্চয়তা দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

****